৫০ টাকা খরচে চাকরি পেলেন বুলবুলি

মেধাবী ছাত্রী বুলবুলি খাতুন। লেখাপড়া করার সময় পরিবার ও প্রতিবেশি সকলেই বলেছিল আজকাল টাকা ছাড়া চাকুরি মেলেনা। লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। কিন্তু বিয়ের পিড়িতে বসেনি বুলবুলি। বড় ভাইয়ের সামান্য রোজগারের টাকায় সংসার চালিয়ে ছোট বোনকে লেখাপড়া শিখেছে।

মাষ্টার্স পাশ করে মাত্র ৫০ টাকা খরচ করে আবেদন করে চাকরি পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সে। সকলেই এখন বুলবুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের দিনমজুর আজিজুল হকের মেয়ে বুলবুলি । পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আয়া পদে চাকরি পেয়ে দিনমজুর পিতা মাতা ও বড় ভাইয়ের পরিশ্রম স্বার্থক করে মুখ উজ্জল করেছেন। চাকরি করে হাল ধরেত চান সংসারের। শুধু বুলবুলি নয়,মাত্র ৫০ টাকা খরচ করে চাকরি পেয়েছেন মেহেরপুরের আরও তিনজন।

আজ (৭ ডিস্মেবর) বুধবার দুপুরে জেলা পরিবার করিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে তারা নিয়োগপত্র গ্রহন করেন। তারা নিয়োগ পত্র হাতে পেয়ে আনন্দে কেঁদেছেন।

জানাগেছে, গাংনীর চেংগাড়া গ্রামের দিনমজুর আজিজুল হকের চার ছেলে মেয়ের মধ্যে বুলবুলি ছোট। বৃদ্ধ বাবা মা বয়সের ভারে নুইয়ে পড়েছেন। বৃদ্ধ হওয়ায় আজিজুল আর কাজ কর্ম কিছুই করতে পারেননা। বড় ভাই বুদু আলির শ্রম বিক্রির সামান্য আয়ে চলে তাদের সংসার। বুলবুলি ছোট বেলা থেকেই মেধাবী। পড়াশুনার প্রতি তার মনোনিবেশ ও আগ্রহ দেখে একমাত্র ভাই স্বপ্ন দেখেন অন্য দু’ বোনের বিয়ে হয়ে গেলেও ছোট বোন বুলবুলিকে লেখাপাড়া করিয়ে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। বুদু মিয়া দিন মজুরের কাজ করে সংসার চালিয়ে বোনের লেখা পাড়ার খরচ যোগাতেন। ভাইয়ের প্রতিজ্ঞা বোনের লেখাপড়া শেষ হলে তার পর বিয়ে করবেন। আজ তাদের সে স্বপ্ন পুরুন হয়েছে।

বুলবুলি স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করে মেহেরপুর সরকারি কলেজে ভর্তি হয়। এখান থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স শেষ করে মাষ্টার্স পাশ করে। সব পরীক্ষাতেই সে ভাল ফলাফল বয়ে আনে। কিন্তু দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে টাকা ছাড়া চাকরি হবেনা ভেবে

আরো ভাল কিছু করবে। তিনি আরও বলেন মেয়েদের বাল্য বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া করানোর জন্য প্রতিটি পরিবারের উদ্যোগেী হওয়া উচিৎ। তাহলে বুলবুলির মত অনেকেই চাকরি করে সংসারের হাল ধরতে পারবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.মুনসুর আলল খান বলেন,মানুষের ধারনা বদলে দিতে চাই। দেশ বদলেছে। মানুষও বদলিয়েছে। কোন রকম অবৈধ লেনদেন ছাড়াই মেধাবীরা চাকুরি পাচ্ছে। বর্তমান সরকারের এটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত গাংনীর বুলবুলি। ভালভাবে লেখাপাড়ায় মনোনিবেশ করলে চাকুরির জন্য টাকা লাগেনা। আমি জেলা প্রশাসক হিসেবে সকল চাকুরির ক্ষেত্রে এ ধারা অব্যাহত রাখতে দৃড় প্রতিজ্ঞ।